যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2006

রাবিতে ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীদের তাণ্ডব : ভাংচুর ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া

পুলিশসহ আহত ৪০

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল আলোচিত ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীদের তাণ্ডবে গতকাল ক্যাম্পাস ছিল রণক্ষেত্র। তিন ঘণ্টাব্যাপী এ তাণ্ডবে কর্মচারীরা একজন সহকারী প্রক্টরকে বেধড়ক পেটায়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় উপর্যুপরি ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, সংঘর্ষ ও দফায় দফায় মিছিল-সমাবেশের ঘটনা ঘটে। কর্মচারীরা উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের দফতরসহ প্রশাসন ভবনে ব্যাপক ভাংচুর চালায়, উপাচার্যকে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বাস বন্ধ করে দেয়। এসব ঘটনায় দুইজন শিক্ষক, এক কর্মকর্তা, এক প্রহরী, চার পুলিশসহ অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে সহকারী প্রক্টর ও পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদুল হাসানের অবস্থা গুরুতর। আলোচিত ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীদের নিয়োগ স্থায়ীকরণের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন ধরনের রাবিতে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার (বা থেকে) ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনায় আহত রফিকুল ইসলাম, পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ -যুগান্তর

রাবিতে তাণ্ডব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগ বন্ধের দাবিতে তারা এসব তাণ্ডব চালায়। রাবি কর্তৃপক্ষ ২০০৪ সালের ১৭-১৯ এপ্রিল কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই কেবল দলীয় বিবেচনায় জামায়াত-শিবির ও বিএনপি-ছাত্রদলপন্থী এসব কর্মচারীর নিয়োগ দিয়েছিল। রাজশাহী বারের একজন অ্যাডভোকেট জনস্বার্থে এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে মামলাটি এখন উচ্চ আদালতে বিচারাধীন।

এদিকে ৫৪৪ কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আজ সকাল ৯টায় আবারও মিছিল-সমাবেশ আহ্বান করেছে। ৫৪৪ কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আক্কাস আলী জানান, এ সমাবেশ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সূত্র জানায়, গতকাল এগ্রোনমি এন্ড এগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এ পরীক্ষা বন্ধ এবং ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীদের নিয়োগ স্থায়ীকরণের আগে যে কোন ধরনের নিয়োগ বন্ধের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম সদরের নেতৃত্বে দুই শতাধিক কর্মচারী গতকাল বেলা ১১টায় উপাচার্যের দফতরে যান। তারা জানতে চান, তাদের নিয়োগ স্থায়ীকরণের আগে অন্য কোন নিয়োগ ও পদোন্নতি না দেয়ার প্রতিশ্রুতির পরও কেন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে? রাবি উপাচার্য প্রফেসর ড. আলতাফ হোসেন তাদেরকে এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি বলে জানান। এতে কর্মচারীরা উপাচার্যকে তাদের সঙ্গে না থাকার জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং রাজশাহীবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও উপাচার্যের ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেন। উপাচার্যের সঙ্গে কর্মচারীদের কথোপকথনের এক পর্যায়ে সেখানে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। উপাচার্যের কক্ষ থেকে বেরিয়েই কর্মচারীরা তার দফতরে ভাংচুর শুরু করেন। তারা উপাচার্যের দফতরের চেয়ার-টেবিল, জানালার কাচ, টেবিলের কাচ, টেলিফোন সেটসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ভাংচুর করে। উপাচার্য দফতরের ফাইলপত্র তছনছ করে এবং উপাচার্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় সেকশন অফিসার আকতার হোসেন আহত হন।

এরপর ক্রমান্বয়ে তারা উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মামনুনুল কেরামতের দফতরে গিয়ে একইভাবে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে আসবাবপত্র ও দরজা-জানালা ভাংচুর করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তছনছ করে। তাণ্ডবের তৃতীয় পর্যায়ে ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীরা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরেও ভাংচুর চালায়। প্রশাসন ভবন থেকে বের হওয়ার সময় ভয়াবহ তাণ্ডব চলাকালে প্রশাসন ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকেন।

বেলা পৌনে ১২টায় কর্মচারীরা পিচঢালায় সমবেত হয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। বিক্ষোভকালে তারা উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অশালীন স্লোগান দেয়। বিক্ষোভ শেষে সেখানেই অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ৫৪৪ কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম সদর, কর্মচারী নেতা আক্কাস আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম, মাসুদ, পরিষদ নেতা বিদ্যুৎ, আজিবর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা ৫৪৪ কর্মচারীর নিয়োগের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার বাদী রাজশাহী বারের সদস্য অ্যাডভোকেট আবু আসলামকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনি রাজশাহীর মানুষ। আমরাও রাজশাহীর ছেলে। আমাদের বিরুদ্ধে এ মামলায় যদি লড়তে থাকেন, তাহলে রাজশাহীবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আপনার এখানে কবর রচনা করব।'

সমাবেশ চলাকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও দর্শন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবদুর হাই তালুকদার সমাবেশের পাশ দিয়ে বিভাগে যাচ্ছিলেন। এসময় কর্মচারীরা তাকে ধাওয়া করে ও তাকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। তিনি কোনক্রমে দৌড়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

এরপর কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। বেলা ১২টা ১০ মিনিটের ট্রিপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বাস কোন রুটেই চলাচল করেনি। ফলে শত শত শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী চরম ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হন। পরবর্তী সময়েও আর কোন পরিবহন বাস চলাচল করেনি।

ভুক্তভোগীরা গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের কাছে দাবি জানালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক শামসুল আলম সরকারের নেতৃত্বে শতাধিক শিক্ষকের উপস্থিতিতে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পরিবহন প্রশাসনকে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেন। গাড়ি চলাচল শুরু করলে ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করার জন্য পরিবহন দফতরের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে প্রক্টর ও অন্য শিক্ষকরা ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীদের বাধা দিলে কর্মচারীরা সহকারী প্রক্টর ও পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক মাহমুদুল হাসানকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটাতে থাকে। মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান

: তাণ্ডব

ও পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ শতাধিক ফোর্সের উপস্থিতিতে কর্মচারীরা প্রকাশ্যে শিক্ষককে পেটালেও পুলিশ ওই শিক্ষককে রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। হামলাকারী কর্মচারীদের কাউকে গ্রেফতারও করেনি। এমনকি মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান কর্মচারীদের নাম পর্যন্ত সাংবাদিকদের জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে অন্য শিক্ষকরা নির্যাতিত শিক্ষককে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তারা আহত শিক্ষককে রাবি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যান।

এ সময় শিক্ষকদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার এক পর্যায়ে পুলিশ ৫৪৪ কর্মচারীদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করলে পুলিশের সঙ্গে কর্মচারীদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষকরাও পুলিশের পক্ষে অবস্থান নেন। সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া কার্যত গোটা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে কর্মচারীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও পুলিশের লাঠিচার্জ চলতে থাকে। এতে পুলিশ সদস্য মামুন, আজিজ, সাখাওয়াত ও তোফাজ্জল আহত হন। পুলিশের লাঠিচার্জে ৫৪৪ কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম সদর, যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম, আক্কাস আলী, কর্মচারী আবদুল মতিন, বিদ্যুৎ, মনিসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়।

আবারও সংগঠিত হয়ে সিরিজের কর্মচারীরা ছাত্রদলের টেন্টের পাশে পুনরায় সমাবেশ করতে থাকে। এখানেও পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে এবারও কর্মচারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক মিলন, যুবদল নেতা মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, সাবেক ছাত্রদল নেতা মোস্তাফিজুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব সেকশন অফিসার মামুন আহত হন।

বেলা ২টার দিকে সিরিজের কর্মচারীরা শহীদুল্লাহ কলা ভবন এলাকায় আরেক দফায় সমাবেশ করে ও ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। এরপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শামসুজ্জোহা হলের প্রাধ্যক্ষ ও সাবেক সহকারী প্রক্টর বেলাল হোসেনকে অশালীন